শ্রীরামচন্দ্র মিশন®
কেবলমাত্র মিশনের সদস্যদের জন্য প্রচারিত
ECHOES INDIA
নভেম্বর ২০১৩ ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা

সেপ্টেম্বর ২০১৩

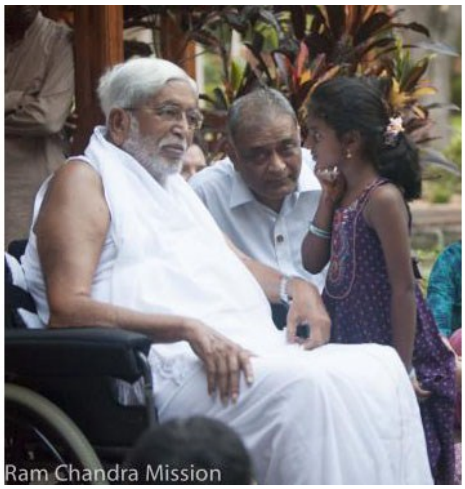

মিন্স্ক আশ্রমের উদ্বোধন, বেলারুশ

১ সেপ্টেম্বর রবিবার, গুরুদেব নিয়মমতো গীতাপাঠ পর্বে অংশগ্রহণ করেন । এরপর তিনি তাঁর অফিস কক্ষে ফিরে আসেন এবং মানাপাক্কাম আশ্রমে আগত সমস্ত রাশিয়ান অভ্যাসী ও LMOISএ পড়ছে এমন সমস্ত রাশিয়ান ছাত্র সকলেই ঘরের মধ্যে এসেছে–এ ব্যাপারে নিশ্চিত হন, যাতে সবাই এই আশ্রম উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পারে । তিনি মিন্স্কের অভ্যাসীদের ভিডিও যোগাযোগের মাধ্যমে বললেন, "আমাদের জন্য এটাই রাশিয়ান আশ্রম এবং আমাদের আরও আশ্রম গড়ে উঠবে" । তিনি আরও বললেন যে, তাঁর সঙ্গে স্লোভানিক জনগনের বহুদিনের পরিচয়, এমনকি সম্ভবতঃ পূর্বজন্ম থেকে । তিনি তাদের সঙ্গে দেখা করার জন্য আবার রাশিয়া ভ্রমণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন, " কারণ, আবার বলছি আমি তোমাদের সবাইকে বার বার দেখতে ভালোবাসি" । গুরুদেব চিনতে পারলেন ছ'জন ছাত্র এখন ওমেগা স্কুলে পড়ছে এবং বললেন, "আমি আশা করছি আরও ছাত্র ক্রমে আসতে থাকবে" । ভাষণ শেষে তিনি সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন, তারপর সমস্ত রাশিয়ানভাষী অভ্যাসীদের প্রসাদ বিতরণ করেন । ক্রমে গুরুদেবের স্বাস্থ্যের উন্নতি হচ্ছিল এবং একদিন তিনি ওয়াকারের সাহায্যে কটেজের বাইরে এসে বসেন । অনেক দিন পরে গুরুদেব হাঁটতে সমর্থ হলেন এবং বাইরে এসে বসলেন ।

গুরুদেব তাঁর ইতিহাস দলের প্রতি বিশেষ মনোযোগ ও সময় দিচ্ছিলেন । তিনি তাদের বলেন, "সহজ মার্গের ইতিহাস সম্বন্ধে আমাকে প্রশ্ন করো, আমি যতদূর সম্ভব তার উত্তর দেব" । তাই প্রত্যেক দিন সকালে এই দল তাঁর কটেজে আসত । গুরুদেব ন'টার মধ্যে তৈরী হয়ে যেতেন । তিনি একটা সিটিং দিতেন তারপর প্রশ্নোত্তর পর্ব চলত প্রায় এক ঘন্টারও উপর । এই ধরণের আলোচনায় ব্যস্ত গুরুদেবকে দেখতে পাওয়া সত্যিই ভাগ্যের । স্বাভাবিকভাবেই তাঁর চারপাশের সকলেই আলোচনায় লিপ্ত হয়ে যেত । আলোচনায় যে প্রেরণা ও কৌতূহল তিনি জাগিয়ে তুলতেন, তা সত্যিই শেখার ও আমাদের দৈন্যন্দিন জীবনে অভ্যাস করা উচিত । তিনি অন্যদের উৎসাহিত করতে বিশেষ কিছুই করতেন না, কিন্তু তাঁর আত্ম–প্রেরণা তিনি সকলের সামনে

তুলে ধরতেন, যা তাঁর চারপাশে অন্য সকলকে প্রভাবিত করত।

রবিবারের সৎসঙ্গ নিয়মিত ভাবে ভ্রাঃ কমলেশ প্যাটেল পরিচালনা করছিলেন এবং ভ্রাঃ সংস্কৃত কান্নানের গীতাপাঠ পর্ব কটেজের প্রাঙ্গনে নিয়মিত চলছিল। গীতার দ্বিতীয় অংশ, জ্ঞানের উপর আলোচনা এখন চলছিল। এই আলোচনায় উপস্থিত অভ্যাসীর সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছিল। ন'টার সময় আশ্রম দ্বারে উপস্থিত অভ্যাসীর লম্বা লাইন দেখেই বোঝা যায় তারা গুরুদেবের সাথে থেকে এই আলোচনায় অংশ নিতে আগ্রহী।

সেপ্টেম্বর ১১, বুধবার, গুরুদেব আশ্রমের ঠিক পিছনে ডঃ নটবরের অ্যাপার্টমেন্টের উদ্বোধন করেন। তিনি অ্যাপার্টমেন্ট ঘুরে দেখেন এবং প্রায় ৪৫ মিনিট সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। সেখানে প্রায় ৪০০ অভ্যাসী উপস্থিত ছিল। এ ছিল গুরুদেবের করুণাসিক্ত এক অনুষ্ঠান। গুরুদেব পড়ন্ত বিকেলে কটেজে প্রত্যাবর্তন করেন। সন্ধ্যায় আবার তিনি কটেজে সমবেত অভ্যাসীদের নিয়ে সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন।

১২ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার, মাধুরীর জন্মদিনে গুরুদেব গায়ত্রীতে যেতে চাইলেন। মাধুরী তার হাঁটুর অস্ত্রপ্রচারের পর সুস্থ হয়ে উঠছে। হলে বসে গুরুদেব মাধুরী ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে সময় কাটান ও সকলের সাথে কথাবার্তা বলেন। গুরুদেব বলেন, "আমার নাতনীর জন্মদিনে উপস্থিত থাকতে পেরে আমি যার পর নাই খুশী হয়েছি।"

ওনাম উৎসব পালন

১৬ সেপ্টেম্বর, সোমবার ছিল ওনাম উৎসব। কেরল থেকে প্রায় ৩৫০ অভ্যাসী এসেছিলেন। খুব সকালে গুরুদেব কিছু সময় কটেজের সামনে অভ্যাসীদের ফুলের বিভিন্ন কারুকার্য করতে দেখলেন। গুরুদেব প্রত্যেককে "হ্যাপী ওনাম" বললেন। ন'টার সময় তিনি ডর্ম-Aতে সমবেত অভ্যাসীদের নিয়ে সৎসঙ্গ পরিচালনা করতে এলেন। সৎসঙ্গের পূর্বে তিনি মানুষের বিশ্বাস ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের ব্যাপারে কিছু বলেন। তিনি বলেন আমরা সবাই মানুষ, এখানে কোন হিন্দু, মুসলিম বা খ্রীশ্চান নেই। ভালোবাসাই একমাত্র ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা সমস্ত বিশ্বাসকে জয় করতে পারে। গুরুদেব বলেন, প্রত্যেক অভ্যাসীই সহজ মার্গের এক একজন মুখপাত্র। প্রশিক্ষক ও অভ্যাসীদের মধ্যে কোনরকম পার্থক্য নেই। সকলকেই মিশনের অগ্রগতিতে অংশগ্রহণ করতে হবে। সন্ধ্যায় রান্নাঘরে এক বিশেষ ওনাম পদ তৈরী করা হয়েছিল যা গুরুদেবের জন্য কটেজেও পাঠানো হয়েছিল। ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

১৮ সেপ্টেম্বর, সকালে অসুস্থতা সত্ত্বেও গুরুদেব 'গার্ডেন অব্ হার্ট্‌স'এ ভ্রাঃ সংবীরের বাড়ীতে গেলেন। ডাক্তার গুরুদেবকে বিশ্রাম নিতে পরামর্শ দেন এবং কটেজের মেরামতির কাজ পিছিয়ে দিতে বলেন। কিন্তু গুরুদেবের অভিমত কটেজের মেরামতির কাজ পূর্ব পরিকল্পনা মাফিক চলুক। গুরুদেব একবার যে সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন, নিজের অসুবিধা সত্ত্বেও তাঁকে তা থেকে টলানো যায় না।

ভ্রাঃ সংবীরের বাড়ীতে প্রথম কয়েকদিন গুরুদেব সকালে সৎসঙ্গ পরিচালনা করছিলেন। কিন্তু তিনি লক্ষ্য করেন যে, অভ্যাসীরা ধ্যানকক্ষে না গিয়ে ওখানে ভীড় করছে। এতে তিনি মর্মাহত হয়ে অভ্যাসীদের ধ্যানকক্ষে যেতে অনুরোধ করে বলেন, "তোমরা যেখানেই সৎসঙ্গ কর না কেন সেই একই প্রাণাহুতি পাবে"।

শনিবার, ২১ সেপ্টেম্বর: গুরুদেব গায়েত্রীতে গেলেন। তিনি তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গীতে পরিবারের সকলের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন ও সোজা প্রাতঃরাশের টেবিলে যান। প্রাতঃরাশের পর গুরুদেব তাঁর অফিসে যান, কিছু কাজ করেন এবং নিজের কম্পিউটারে ইন্টারভিউ পর্ব দেখেন। এরপর তিনি কিছু অভ্যাসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ও সবাইকে সিটিং দেন। গুরুদেব USA থেকে একটি হুইল চেয়ার উপহার পান। চেয়ারটি অত্যাধুনিক এবং সবকিছু সুনিয়ন্ত্রিত। গুরুদেব এটি ব্যবহার করে খুব খুশী।

মধ্যাহ্নভোজের পর গুরুদেব হলঘরে আসেন । সেখানে ইউরোপের কিছু অভ্যাসী জমায়েত হয়েছিল । সেই সময় তিনি তাঁর শ্বাস–প্রশ্বাসের কষ্টের কথা বলেন । ডেনমার্ক থেকে আসা এক অভ্যাসী বোন তাঁকে একটি কৌশল শেখান এবং ম্যাজিকের মত পাঁচ মিনিটের মধ্যে গুরুদেবের শ্বাস–প্রশ্বাসের অনেক উন্নতি হয় । সন্ধ্যায় তিনি আশ্রমের সকলকে জানান যে, তিনি গায়ত্রীতে বিশ্রাম নিতে এসেছেন ।

রবিবার, ২২ সেপ্টেম্বর: গুরুদেব 'গায়ত্রী'তে সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন । তিনি ঐ দিন কয়েকটি বিবাহ সম্পন্ন করান ও নব–দম্পতিকে আশীর্বাদ করেন ।

পরবর্তী দু'দিন গুরুদেব ব্যস্ত ছিলেন তিরুভালুরে মিশনের জমি কেনার ব্যাপারে । এটি চেন্নাই এর পশ্চিমে ৪৫ কিমি দূরে অবস্থিত । যারা জমির মালিক তাদের পরিবারের সমস্ত সদস্যরা গায়ত্রীতে উপস্থিত ছিল এবং গুরুদেব সকলের সাথে দেখা করেন ও তারা আহার করেছে কিনা সে ব্যাপারেও খোঁজ নেন । প্রায় ৩০০ সদস্যদের চুক্তিপত্র ও বিক্রয় বিষয়ক দলিল পত্রাদির উপর স্বাক্ষর করানো এক মস্তবড় ব্যাপার । গুরুদেবের মুখে স্মিত হাসি পরিলক্ষিত হচ্ছিল যখন গভীর রাত্রি পর্যন্ত দুদিনের নিরলস পরিশ্রমে গুরুদেব এই কাজটা সম্পন্ন করে উঠতে পারলেন । কাজটা গুরুদেবের কাছে সত্যিই উপভোগ্য ছিল এবং এর মাধ্যমে তিনি আমাদের শিক্ষা দিলেন যে, আমরা যা কিছু করি, যদি তা আনন্দের সাথে করি তাহলে আমাদের কাজটা আর কষ্টকর বলে মনে হয় না ।

২৮ সেপ্টেম্বর শনিবার, গুরুদেব আশ্রমে ফিরে এলেন । নভেম্বরে এক ইউরোপীয়ান সেমিনারের পরিকল্পনা চলছিল, যার বিষয় ছিল 'অজ্ঞানতা থেকে জানা ও অজানা'। গুরুদেব এই ব্যাপারে খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং ইচ্ছা, চিন্তা এসবের উপর আলোচনা চলছিল । গুরুদেব বলেন, "ইচ্ছা হল জানা ও করার মধ্যে সংযোগ সূত্র । 'Aude Sapere' (চিন্তা করার সাহস) কিন্তু, যখন তুমি কাজ করবে ভেবেই নিয়েছ, তোমার তখন সেটা করা উচিত এবং তোমার তা করার জন্য প্রয়োজন ইচ্ছার । যত তুমি তোমার ইচ্ছা প্রয়োগ করবে, তোমার পছন্দ–অপছন্দ কমতে থাকবে । আর এ তোমাকে সহজ ভাবে জীবন যাপন করতে শেখাবে । কাজেই বুঝতে পারছ, ইচ্ছার ব্যবহার করে এবং আমাদের পছন্দ–অপছন্দগুলো কমিয়ে ফেলে, সহজ সরল হওয়া ও প্রকৃতির সাথে একাত্মবোধ অনুভব করা সম্ভব । সরল জীবন যাপন মোটেই সহজ নয়" ।

তিরুভালুর পরিদর্শন

গত কয়েকদিনে চেন্নাই এর ৪৫ কিলোমিটার পশ্চিমে তিরুভালুর জেলায় ১১৩ একর জমি SMSF-এর নামে পঞ্জীকৃত করা হয় । গুরুদেব এই সম্পত্তি পরিদর্শন করতে চান । ভ্রাঃ বিনয় কৃষ্ণের তত্ত্বাবধানে, স্বেচ্ছাসেবীরা রাতারাতি ধ্যান করার জন্য সামিয়ানা, গুরুদেবের তাঁবু ও অভ্যাসীদের জন্য অস্থায়ী শৌচালয়ের বন্দোবস্ত করেন । চেন্নাই ও তিরুভালুরের আশে পাশের অঞ্চল থেকে প্রায় ৩০০ অভ্যাসী সমবেত হয়েছিলেন ।

২৮ সেপ্টেম্বর, সকাল সাড়ে আটটায় গুরুদেব তাঁর বিশেষ আসনযুক্ত মার্সেডিস্ ভ্যানে এখানে পৌঁছান । তিনি অভ্যাসীদের প্রসাদ বিতরণ করেন ও তারপর তিনি ধ্যানকক্ষে আসেন । প্রায় ৪৫ মিনিট গুরুদেব সিটিং দেন, তারপর অভ্যাসীদের প্রতি তাঁর বক্তব্য রাখেন । এই জমিকে কাজে লাগানোর ব্যাপারে তিনি এক উচ্চ ধারণা পোষণ করেন । একটা স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ধ্যানকক্ষ, কিছুটা চাষ–আবাদ, ডেয়ারী ফার্ম ইত্যাদি । অবশ্য তিনি বলেন যে, এর মধ্যে ধ্যানই হল প্রধান । তিরুভালুর জেলার কালেক্টর ভ্রাঃ ভীররাঘব রাও একজন নতুন অভ্যাসী । তিনি জেলা প্রশাসন থেকে সমস্ত রকম সহায়তা করার প্রতিশ্রুতি দেন । জমি বিক্রি করেছে এমন পরিবারের প্রায় ৩০ জন সদস্য গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করতে আসেন । গুরুদেব প্রসাদ বিতরণ করেন ও তাদের সাথে ছবি তোলেন । অভ্যাসীরা একটা চকোলেট কেক্ এনেছিলেন, গুরুদেব সেই কেক্ কেটে সকলকে বিতরণ করেন । যদিও গুরুদেবের বিশ্রামের ব্যবস্থা ছিল, তিনি বিশ্রাম না নিয়ে হুইলচেয়ারে বসেই তাঁর প্রাতঃরাশ সারেন । অধিকৃত সম্পূর্ণ এলাকায় ধান, কলা ও নারিকেলের চাষ এবং জায়গাটা পুরোপুরি সবুজ দেখাচ্ছিল । জলের জন্য সেখানে বেশ কিছু সংখ্যক কূয়া ও বোর্–ওয়েলের ব্যবস্থা আছে । সামান্য কিছুটা যে রাস্তা আছে, সেখান থেকে জমি পরিদর্শন করে গুরুদেব চেন্নাই প্রত্যাবর্তন করেন ।

২৯ সেপ্টেম্বর, গীতা পাঠ পর্বের পর গুরুদেব কিছু সময় কথাবার্তা বলেন । তিনি বলেন, "আমরা সবাই এতদিনে অনেকগুলো গীতা পাঠে অংশ নিয়েছি এবং ভ্রাঃ সংস্কৃত কান্নান বিস্তৃতভাবে শ্লোকের ব্যাখ্যা করেছেন । এখন এগুলো আমাদের হৃদয়ে নিতে হবে অর্থাৎ পরিপাক করতে হবে । তাই আগামী দুটো রবিবার আমাদের প্রশ্নোত্তর পর্ব চলবে" ।

অক্টোবর ২০১৩

চীনা অধিবেশন:

মঙ্গলবার ১ অক্টোবর : মূলতঃ চীন থেকে এবং বিভিন্ন দেশে যে চীনা অভ্যাসীরা আছেন তাদের মধ্যে থেকে প্রায় ১১০ জন অভ্যাসী

মানাপাক্কম আশ্রমে একটি অধিবেশনে যোগ দিতে উপস্থিত হন। গুরুদেব এই অধিবেশনটির অপেক্ষায় ছিলেন। তিনি নিজের ঘর থেকে বেরবার আগে তাড়াতাড়ি কিছু চীনা শব্দ শিখে নিলেন এবং সকাল ৮–৩০ মিনিটের মধ্যে যে চীনা অভ্যাসীরা কটেজে একত্রিত হয়েছিলেন তাদেরকে চীনা ভাষাতেই অভিনন্দন জানালেন। উনি যখন বাইরে আসছিলেন তখন তাঁকে চীনা ভাষায় কথা বলতে শুনে উপস্থিত সবাই জোরে করতালি দিলেন। গুরুদেব আপশোস্ করছিলেন যে তিনি চীনা ভাষা শিখতে পারেননি আর এই বয়সে এসে শিখতেও পারবেন না। চীনে যাত্রা করা তাঁর পক্ষে এখন সম্ভবও নয়। গুরুদেব বললেন, যথাসম্ভব বেশী করে চীনা অভ্যাসীদের প্রত্যেক বছর চেন্নাইতে আসা উচিত। গ্যাংটক (সিকিম, ভারত) আশ্রমের কথাও বললেন, যে এটি বিশ্রামের আদর্শ জায়গা, অভ্যাসীরা এই সুবিধাটির লাভ নিতে পারে। গুরুদেব তাদের একটি সিটিংও দিলেন। তারপর ডর্ম–A তে অভ্যাসীরা অধিবেশনটি চালিয়ে গেলেন।

পরের দিন গুরুদেব একটি যান্ত্রিক হুইল চেয়ারে করে ভগ্নী গীতুর অ্যাপ্যার্টমেন্ট উদ্‌বোধন করতে গেলেন, তাতে অধিবেশনে অংশগ্রহণকারীদেরও আমন্ত্রণ ছিল। সেখান থেকে তিনি সন্ধ্যায় কটেজে ফিরলেন। গুরুদেব হুইল চেয়ারে করে এত বেশী চলাফেরা করছিলেন যে তাঁর দুটো পায়ে ফোস্কা পড়ে গিয়েছিল এবং ফোস্কা গুলি ফেটে যেতে পায়ে অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করছিলেন। চিকিৎসকরা তাঁর পায়ের চামড়ার কিছুটা অংশ বাদ দিয়েছিলেন, যার দরুণ গুরুদেবকে ফোস্কা গুলি ঠিক হওয়া অবধি দুটো পা তুলে রাখতে হয়েছিল। আগে থেকেই তাঁর শারীরিক অবস্থা খারাপ ছিল, তাঁকে আবার একটি নতুন সমস্যায় পড়তে দেখে খুবই দুঃখ হল।

জমি পরিদর্শণ করার জন্য ও প্রাথমিক যোজনা তৈরী করতে আরও কিছু অভ্যাসীর সাথে ভ্রাঃ পি আর কৃষ্ণা ৪ অক্টোবর তিরুভল্লুর গেলেন। গুরুদেব জানলেন যে সেই জমির ব্যাপারে ভ্রাঃ পি আর কৃষ্ণা সবরকম উদ্যোগ নেবেন, যেখানে গুরুদেব আপাততঃ কৃষিকার্যকে বেশী প্রাধান্য দিতে চাইছিলেন।

পূর্ব নির্ধারিত সূচী অনুযায়ী শনিবার দিন সকালে গুরুদেবের অভ্যাসীদের সাথে দেখা করার কথা ছিল কিন্তু তাঁর হঠাৎ শারীরিক অবনতির দরুণ বাইরে বেরুতে পারেন নি, কিন্তু ধৈর্য্য ধরে প্রায় ২০ জন অভ্যাসীদের সাথে দেখা করলেন যারা সেদিন ফিরে যাবে। ভ্রাঃ কমলেশ সৎসঙ্গ পরিচালনা করলেন এবং ডর্ম–Aতে একত্রিত বাকী অংশগ্রহণকারীদের সম্বোধনও করলেন।

রবিবার দিন যেহেতু গুরুদেবের শরীর ভালো ছিল না, উনি ভ্রাঃ কমলেশকে ধ্যানকক্ষে সৎসঙ্গ পরিচালনা করতে বললেন এবং ভ্রাঃ পি আর কৃষ্ণাকে কটেজে উপস্থিত অধিবেশনে অংশগ্রহণকারীদের জন্য সৎসঙ্গ পরিচালনা করতে বললেন। সৎসঙ্গের পর গুরুদেব ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ঐ দলটির সাথে কিছু সময় অতিবাহিত করলেন। সেই সময়ে বাতাবরণটি গুরুদেবের ভালবাসায় এতটাই পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল যে, উপস্থিত বহু অভ্যাসীর চোখে জল এসে গিয়েছিল। গুরুদেব অভ্যাসীদের হৃদয়কে গভীর ভাবে স্পর্শ করে গেলেন।

রন্ধনশালার কর্মীদের উপস্থিত অভ্যাসীদের মধ্যে বিতরণের জন্য গুরুদেব মিষ্টি এবং লাড্ডু তৈরী করতে নির্দেশ দিলেন। চীনা ও ভিয়েতনামী অভ্যাসীরা একটি ছোটো সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের আয়োজন করেছিল।

এটা অনুভব করা গেল যে গুরুদেব নিজের সবকিছুই যেন এই অধিবেশনে উজাড় করে দিলেন। শরীর খারাপ থাকা সত্ত্বেও যে অভ্যাসীরা ফিরে যাচ্ছিলেন তাদের সাথে কিছু সময় অতিবাহিত করলেন।

চীনা ভাষা সম্বন্ধে গুরুদেব বললেন, "একবার যদি তুমি মনস্থির করে নাও, তুমি সব কিছুই শিখতে পারবে।" আমি চাইনিজ শিখছি। ইংরেজীতে ৫টি স্বর আছে যেখানে চীনা ভাষায় মাত্র ৪টি আছে। চীনা ভাষা খুবই সুন্দর ও অর্থপূর্ণ। উদাহরণ স্বরূপ, 'খুশি' শব্দটি দুটি অক্ষরে লেখা হয়, যার আসল মানে হল "নিজের হৃদয় খুলে দাও।"

৭ অক্টোবর ছিল চীনা অধিবেশনের শেষ দিন। গুরুদেব অংশগ্রহণকারীদের প্রায় ৪৫ মিনিটের একটি সিটিং দিলেন। সিটিং-এর পর যদিও গুরুদেব খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন, তাও তিনি কিছু অভ্যাসীদের সাথে দেখা করেন, শেষে অভিনন্দন জানিয়ে বিশ্রাম নিতে গেলেন। সন্ধ্যার সময় কান্হা প্রোজেক্টে কর্মরত অভ্যাসীরা এলেন এবং গুরুদেবের সাথে একটি সভা হল। তারপর তিনি তাদের একটি সিটিংও দিলেন।

"সবারই মধ্যে জীবন আছে, কিন্তু আমাদের জীবনের মধ্যেই জীবনকে খুঁজতে হয়, যা শেষ পর্যন্ত নিজের মধ্যেই বিলীন হয়ে যায়।"

শ্রী রামচন্দ্রের সম্পূর্ণকৃতি, ভাগ ৩, পৃষ্ঠা ১৪৭ থেকে।

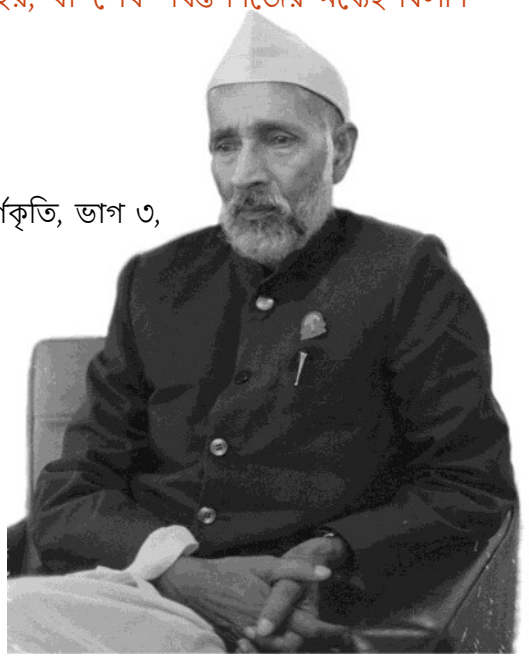

ভ্রাঃ কমলেশ প্যাটেলের গুজরাট যাত্রা

ভ্রাঃ কমলেশ ১১ সেপ্টেম্বর আমেদাবাদ পৌঁছালেন। যদিও এটা ওঁনার একটি ব্যক্তিগত যাত্রা বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। উনি ওখানে থাকাকালীন গুজরাটের মুখ্য কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করেন।

১৫ তারিখ উনি আমেদাবাদ আদালাজ্ আশ্রমে সমবেত প্রায় ৯০০ অভ্যাসীর উপস্থিতিতে একটি সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন ও বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতার মুল অভিব্যক্তি ছিল নিয়মিত সাধনার গুরুত্ব। উনি এটাও ব্যাখ্যা করলেন যে আমাদের নিজের বিবেককে আরও পবিত্র এবং স্পর্শকাতর করা দরকার, যে বিষয়ের উপরই ধ্যান করি না কেন। আমেদাবাদে উনি "অ্যাসোর্টেড সিমুল পেন্ডেন্ট" সম্বন্ধে সবাইকে জানালেন যেটির সীমিত সংস্করণ উপলব্ধ। উনি বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে আসা অভ্যাসীদের সাথেও দেখা করলেন।

১৬ তারিখ উনি কমলপুর গেলেন, মঙ্গলবার দিন তিনি ভাবনগরের জন্য রওনা হলেন। যখন ওঁনাকে জিজ্ঞাসা করা হল যে গুরুদেবের সাথে কাটানো কোন মুহূর্তটি আপনার কাছে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। তার উত্তরে তিনি বললেন, সেই মুহূর্তটি যখন তাঁকে উত্তরাধিকারী ঘোষণা করা হল। এরপরেই উনি বরোদা ও সুরাট যাবার জন্য রওনা হন।

সুরাটে একটি প্রশ্ন উত্তর পর্বে তিনি সাধনার বিভিন্ন দিকগুলির ব্যাখ্যা করেন। সুরাট কেন্দ্রের ধ্যানকক্ষটি ওখানের একজন অভ্যাসী নিজের খরচায় তৈরী করার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন, যাতে ভ্রাঃ কমলেশ সম্মতি দিলেন। পরে উনি নভ্সারি আশ্রমের জন্য রওনা হলেন। সেখান থেকে ভালসাদ্ গেলেন। সেখানে অভ্যাসীদের সাথে দেখা করেন এবং সৎসঙ্গ পরিচালনা করে সে রাত্রেই বরোদা ফিরে এলেন।

২১ শে সেপ্টেম্বর সমগ্র গুজরাট থেকে প্রায় ১০০০ জন অভ্যাসী বরোদায় সমবেত হলেন। রবিবার দিন সৎসঙ্গের পর উনি আমাদের সাধনার সাথে সূক্ষ্মবিজ্ঞান কি ভাবে জড়িয়ে আছে এই বিষয়টির উপর বক্তৃতা দিলেন। এরপর উনি আনন্দ্ গেলেন এবং ২৫ তারিখে আমেদাবাদ ফিরে এলেন। ২৭ তারিখে আদালাজ্ আশ্রমে উনি GITP কার্যক্রমের উদ্বোধন করলেন। এই সমারোহটিতে গুজরাট, রাজস্থান, মহারাষ্ট্র এবং মধ্যপ্রদেশ থেকে আসা ৭৫ জন অভ্যাসী অংশগ্রহণ করেন।

৩০ তারিখে উনি কাদিতে একটি সৎসঙ্গ পরিচালনা করলেন যেখানে কাদি, পালনপুর, মেহসানা, কলোল এবং উন্ঝা থেকে আসা ১২৫ জন অভ্যাসী অংশগ্রহণ করলেন, এদের মধ্যে অনেকেই নতুন অভ্যাসী ছিলেন। জীবনে এইরকম একটি সূক্ষ্ম পদ্ধতিকে গ্রহণ করার কি গুরুত্ব তারই ব্যাখ্যা করলেন ভ্রাঃ কমলেশ। আমেদাবাদ রওনা হবার আগে উনি অভ্যাসীদের সাথে কিছু সময় ব্যয় করলেন। ২ অক্টোবর উনি গুজরাট ভ্রমণ সম্পন্ন করে চেন্নাই ফিরে গেলেন।

আশ্রম ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম

২০ থেকে ২৪ আগষ্ট সারা দেশ থেকে আসা আশ্রম পরিচালক, আগ্রহী স্বেচ্ছাসেবীগণ এবং কেন্দ্র পরিচালকদের নিয়ে মানাপাক্কামেতে একটি পাঁচদিনের কার্যক্রমের আয়োজন হয়। এটি গুরুদেবের অনুপ্রেরণাতে হয়, উনি এও ইঙ্গিত দেন যে আশ্রমের পরিচালনায় তিনি পেশাদারী প্রবৃত্তি দেখতে চান। প্রত্যেক দিনের জন্য ছিল একটি করে প্রসঙ্গ –আমাদের আশ্রমের জন্য একটি দৃষ্টিভঙ্গির নির্মাণ, আশ্রমকে কার্যকরী ভাবে ব্যবহার করার মতামত, আগ্রহীদের জন্য আশ্রমে আধ্যাত্মিক উন্নতির কার্যকলাপ সুনিয়োজিত করা, আশ্রমের কার্যকলাপ পারস্পরিক বিশ্বাস এবং সম্মানের সংস্কৃতিতে গড়ে তোলা। এই কার্যক্রমের মধ্যে ছিল সৎসঙ্গ, বক্তৃতা, উপস্থাপনা, গুরুদেবের ভিডিও রেকর্ডিং, দলগত আলোচনা এবং সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ মানাপাক্কম আশ্রমের ৩২টি বিভাগ পরিদর্শন।

দ্বিতীয় দিন ভ্রাঃ কমলেশ ভবিষ্যতে যে কার্যকলাপগুলি প্রতিষ্ঠিত করা যেতে পারে এবং আশ্রমের বাতাবরণের মধ্যে উষ্ণ অভ্যর্থনার জন্য সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে–এই ব্যাপারে নিজের মতামত প্রকাশ করলেন। শারীরিক অবস্থা ভালো না থাকা সত্ত্বেও গুরুদেব শেষ দু'দিন অংশগ্রহণকারীদের সম্বোধন করলেন। সমাপ্তি দিবসে সৎসঙ্গ পরিচালনা করার পর একটি বক্তৃতা দিলেন যাতে উনি জোর দিলেন যে আশ্রমের রক্ষণাবেক্ষণটি প্রত্যেক অভ্যাসীর আন্তরিক রক্ষণাবেক্ষণ দিয়েই শুরু হয় এবং আমাদের প্রত্যেকের নিজের হৃদয় দিয়ে আশ্রমটিকে গড়া উচিত। উনি আরও বললেন যে আশ্রমের রক্ষণাবেক্ষণটি সহজমার্গের জীবনধারাকে উপস্থাপন করে।

নতুন কেন্দ্র– পচোর, মধ্যপ্রদেশ

২রা অক্টোবর মধ্যপ্রদেশে রায়গড় জেলায় অবস্থিত পচোরে একটি মুক্ত আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়। যেখানে পচোর এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি থেকে প্রায় ১৫০ জন আগ্রহী অংশগ্রহণ করেন। ভগ্নী রুচী শ্রীবাস্তবের দ্বারা পরিচায়ক সম্বোধনের পর ভ্রাঃ প্রভাকর দাস 'আধ্যাত্মিকতার প্রয়োজন', 'সহজমার্গের গুরুবৃন্দ' এবং 'মিশন থেকে কি ধরণের সেবা করা হয়' এই বিষয়গুলির উপর বক্তৃতা দিলেন। ভঃ সংগীতা দাস 'সাধনার বিভিন্ন দিকগুলি এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব' এই বিষয়ে বললেন। একটি সাধারণ আলোচনা পর্ব হল। তারপর প্রায় ২৫ জন অভ্যাস শুরু করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। এরপর বিস্তারিত ভাবে তাদের কি কি করনীয় এবং অভ্যাসের প্রতি নিষ্ঠা যা আশা করা হয় তা জানান হল। ১০ জন অভ্যাসী তৎক্ষণাৎ সিটিং নিলেন এবং বাকীরা পরের সপ্তাহে নিলেন। এইভাবে মধ্যপ্রদেশের এই প্রান্তে খুব সহজেই একটি নতুন কেন্দ্রের জন্ম হল।

কোলাকালুরু অন্ধ্রপ্রদেশে আঞ্চলিক আশ্রম

বিজয়ওয়াড়া, গুন্টুর, তেনালি এবং মঙ্গলাগিরির অভ্যাসীদের আধ্যাত্মিক প্রয়োজন মেটাবার জন্যে খাজিপেটা, গুন্টুরে এম. জি. ব্রাদার্স রিয়েল এস্টেট্স প্রায় ৫০ একর জমি অধিগ্রহণ করেছিল। তারমধ্যে প্রায় ১৮.৭৫ একর জমি আশ্রমের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছিল এবং অবশিষ্ট জমিটি অভ্যাসীদের জন্য পার্থসারথি নগর আবাসন কলোনী নির্মানের জন্য রাখা হয়েছিল।

গুরুদেবের আশীর্বাদে ২ ফেব্রুয়ারী ২০১২ সালে ভ্রাঃ মধু কোথাপল্লী (ZiC) আশ্রমের শিলান্যাস করেছিলেন। ৮ সেপ্টেম্বর সকাল ১১টার সময় সরাসরি সম্প্রসারণের মাধ্যমে গুরুদেব আশ্রমটির উদ্বোধন করলেন। সেটি পূজ্য বাবুজী মহারাজকে উৎসর্গ করলেন। গুরুদেব বললেন, "আশ্রমগুলিকে যেন সঠিক ভাবে কাজে লাগানো হয় ও এগুলি যেন ছাত্রবিহীন স্কুলের মত না হয়ে দাঁড়ায়।" কোলাকালুরুতে অভ্যাসীরা আনন্দ এবং আগ্রহের সাথে সেই মুহূর্তগুলিকে হৃদয় দিয়ে পালন করল। নিয়মিত ভাবে সৎসঙ্গ ও পূর্ণদিবস কার্যক্রমগুলি এখানে পরিচালনা করা হয়।

যুব কার্যক্রম

আহ্মেদনগর, মহারাষ্ট্র

৬ই অক্টোবর ২২ জন যুব অভ্যাসীর একটি দল ভগ্নীদের হাতে রান্না করা সুস্বাদু ভোজন করার পর এফোর্ট্স্ তারামন্ডল দর্শন করতে গিয়েছিল । তারামন্ডলে পৌঁছে, নথিকরণের পর একটি পরস্পর পরিচয় পর্ব এবং তারপর মূক শব্দ প্রহেলিকা খেলা হল যাতে মিশন সাহিত্যের শব্দগুলি ইঙ্গিত হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছিল । এ খেলাটি অভ্যাসীদের জন্য একটি উপযুক্ত উদাহরণ, শব্দের প্রয়োগ না করে কিভাবে নিজের ভাবনাকে শুধু হৃদয় দিয়ে ব্যক্ত করা যায় । এর পর তারামন্ডলের নিয়মিত কার্যক্রম যেটি খুব শিক্ষাপ্রদ ছিল এবং তাতে বিস্তারিত ভাবে ছায়াপথ, বিভিন্ন গ্রহ ও তারার সম্বন্ধে বিবরণ দেওয়া হল । এই ভ্রমণটি অভ্যাসীদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ এবং ভালোবাসার বন্ধনকে আরও বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করেছিল ।

ভিলওয়ারা, রাজস্থান

মাসিক যুব কার্যক্রমের অন্তর্গত ১২ জন যুবক এবং দুজন শিশু ২৫ আগষ্ট হর্ণি মহাদেবে আয়োজিত একটি পিকনিকে অংশগ্রহন করে । অংশগ্রহণকারীরা কি ভাবে সহজমার্গে নিজেদের অভ্যাস আরম্ভ করল এবং তাদের কি উদ্দেশ্য ছিল এই বিষয়ে নিজেদের অনুভব ব্যক্ত করল । তাতে দেখা গেল যে তাদের মধ্যে অনেকেরই সহজমার্গের আসল উদ্দেশ্য অজানা । এই বিষয়টি মিশন সাহিত্য থেকে উদ্ধৃত করে পড়া হল । এটা অনুভব করা হল যে এই বিষয়ের উপর আরও জোর দেওয়া দরকার আছে, সেইজন্য স্থির করা হল সব যুবকেরা প্রত্যেক রবিবার সৎসঙ্গ শেষ হবার পর ১৫–২০ মিনিট ধ্যানকক্ষেই থাকবে এবং নিজেদের অনুভবকে ব্যক্ত করবে ।

সংযুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক যুব দিবস – ওয়েবিনার

SRCM সংযুক্তরাষ্ট্র নাগরিক সূচনা বিভাগ (UN DPI)– এর সাথে ১২ ডিসেম্বর ২০০৫ সালে বেসরকারী সংস্থা (NGO) রূপে যুক্ত হয়েছিল । এটির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল জাতি, বর্ণ, ধর্ম, নাগরিকতা এবং লিঙ্গ আধারিত বিভেদ বিহীন পারস্পরিক ভালোবাসা ও সার্বিক ভ্রাতৃত্বের ভাবনাকে উন্নত করা ।

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ৪৬৪৯ জন যুব অভ্যাসী ১৭ আগষ্ট ২০১৩ তারিখে সংযুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক যুব দিবস পালন করার জন্য একটি ওয়েবিনারে অংশ নিয়েছিল যার বিষয় 'সার্বজনীন প্রার্থনা–ভালোবাসা হল পরিবর্তনএর ইন্ধন স্বরূপ' । এটি শুরু হল সাওপাওলো, ব্রাজীল থেকে আসা ভ্রাঃ আন্দ্রে বারেটোর পরিচায়ক বক্তৃতা দিয়ে । যার পরে গুরুদেবের একটি বক্তৃতা শোনানো হল যেটি উনি যুব সমাজকে সম্বোধন করে দিয়েছিলেন । প্যারিসের ভগ্নী একতা বডেরলিক্ SRCM– এর UNDPI– এর সাথে যুক্ত হবার বিষয়ে একটি উপস্থাপন দেখালেন । ভ্রাঃ রিষভ কোঠারী ১৭ নভেম্বর ১৯৯৯ সালে বাবুজী মহারাজের দেওয়াএকটি বার্তা হুইস্পার থেকে পড়ে শোনালেন এবং তারপর উনি অধিবেশনের উপর একটি বক্তৃতা দিলেন ।

মূল বিষয়ের উপর সম্বোধনের পর একটি প্রশ্নোত্তর পর্ব হল যাতে ভ্রাঃ রিষভ ও ভগ্নী একতা অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্নের উত্তর দিলেন । ওয়েবিনারটি যুবকদের নিজেদের অনুভব এবং চ্যালেঞ্জগুলি একে ওপরের সাথে আলোচনার সুযোগ করে দিল । মানাপাক্কাম আশ্রমে LMOIS–এর ১৫০ জন বিদ্যার্থীসহ মোট ২০০জন অংশগ্রহণকারী সমবেত হয়েছিল ।

সবথেকে বেশী হৃদয়স্পর্শী মুহূর্ত তখন এল, যখন ওয়েবিনারের শেষে সার্বজনীন প্রার্থনা করা হল যা সভাকে এক বাস্তব রূপ প্রদান করল । সারা পৃথিবীর বিভিন্ন সংস্কৃতি প্রার্থনাকে এমন একটি মাধ্যম হিসাবে জানে, যা ভালোবাসার মাধ্যমে পরিবর্তন আনতে পারে । বহু অভ্যাসী যারা ওয়েবিনারে পৃথিবীর বিভিন্ন কেন্দ্রে এবং আশ্রমে প্রার্থনা করলেন, তারা অনুভব করলেন যে একটি আরও ভালো পৃথিবী নির্মানে তারা সবাই যুক্ত এবং সহায়ক ।

প্রশিক্ষকদের বৈঠক

ত্রিচি, তামিলনাড়ু

২১ সেপ্টেম্বর ত্রিচির প্রশিক্ষক বৈঠকে সর্বভারতীয় প্রশিক্ষক ইন্–চার্জ্ ভ্রাঃ রাজেশ রাথোড় সহ ZiC ভ্রাঃ মুরুগান ও তামিলনাড়ুর বিভিন্ন অঞ্চল (জোন –২A) থেকে প্রশিক্ষকেরা উপস্থিত ছিলেন। সকাল ৭ –৩০ টায় সৎসঙ্গ দিয়ে দিনের কার্যক্রম শুরু হয়। তারপর এক ভিডিও দেখানো হয় 'কিভাবে সিটিং দিতে হয়'। ২৩ জানুয়ারী ২০১৩ ত্রিচিতে 'ডিপেনিং দ্য প্রিফেক্ট্স্ এক্সপিরিয়েন্স্' কার্যক্রমে গুরুদেবের দেওয়া ভাষণ এই ভিডিওর মাধ্যমে শোনানো হয়। এরপর এক দলগত আলোচনা হয় যেখানে 'তোমার কেন্দ্রে তুমি সবথেকে ভালো কী মনে কর?' এবং 'গত এক বছরে তোমার কেন্দ্রে নতুন কি কি প্রচলন করা হয়েছে যা কেন্দ্রের পরিবর্তন এনেছে?' প্রত্যেকেই তাদের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেন। এই ফলপ্রসু আলোচনা বিভিন্ন কেন্দ্র সম্বন্ধে চিত্র তুলে ধরেছিল আর অভ্যাসীরা অন্যান্য কেন্দ্র থেকে শেখার ও জানার সুযোগ পেয়েছিল। এরপর ভ্রাঃ মুরুগান এক উপস্থাপনার মাধ্যমে জোন–২A'র সমস্ত তথ্যপুঞ্জি ও বিভিন্ন কাজকর্ম তুলে ধরেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, যারা উপস্থিত আছেন তাদের থেকে মিশন কি আশা করে। বিকেলের অধিবেশনে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা এবং তা কোথায় প্রযোজ্য, তা নিয়ে এক আলোচনা হয়। ভ্রাঃ রাজেশ বিভিন্ন বিষয় ব্যাখ্যা করেন। গুরুদেবের ভিডিও 'কেমন ভাবে আরও ভালো প্রশিক্ষক হওয়া যায়' প্লে করা হয়। সন্ধ্যা ছ'টায় সৎসঙ্গের পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

লখ্‌নৌ, উত্তরপ্রদেশ

২৮–২৯ সেপ্টেম্বর ভ্রাঃ ইউ. এস. বাজপেয়ীর উপস্থিতিতে ইউ পি সেন্ট্রাল জোন্–এর প্রায় ১০০ প্রশিক্ষক বাবুজী মেমোরিয়াল আশ্রম, লখ্‌নৌতে দু'দিনের কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ZiC ভ্রাঃ অশোক গর্গ প্রশিক্ষকদের স্বাগত জানান এবং বলেন, এই ধরণের কর্মশালায় সব থেকে জরুরী উন্মুক্ত হৃদয় ও মন। গুরুদেব প্রদত্ত ভাষণের DVD 'সম্পূর্ণ প্রশিক্ষক তৈরী হও', 'কিভাবে সিটিং দিতে হবে', 'নিয়মানুবর্তীতার প্রয়োজন' প্রদর্শন করা হয়। ভ্রাঃ জাস্টিস্ আর. আর. কে. ত্রিবেদী 'প্রশিক্ষকের ভূমিকা'র উপর বক্তব্য রাখেন। ভ্রাঃ কে. কে. সাক্সেনা 'প্রিফেক্ট্স্ গাইড্' থেকে কিছু বক্তব্য তুলে ধরেন। ভ্রাঃ আশীস সিং প্রশিক্ষকদের অনুপ্রাণিত করে বলেন তাদের একনিষ্ঠ ও মিশনের প্রতি উৎসর্গীকৃত হয়ে প্রেম, ভ্রাতৃত্ববোধ ও সমন্বয়ের সাথে কাজ করে যেতে হবে। ভঃ প্রিয়দর্শিনী ত্রিচি কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে 'ডিপেনিং দ্য প্রিফেক্ট্স্ এক্সপিরিয়েন্স্' এর উপর বক্তব্য রাখেন। ভ্রাঃ ও. পি. গুলিয়া ও ভ্রাঃ আর. এস. এল. শ্রীবাস্তব কেন্দ্রের ইতিহাসের উপর কিভাবে কাজ করতে হবে তা ব্যক্ত করেন। ZiC ভ্রাঃ আশোক গর্গ তাঁর বিভিন্ন কেন্দ্র পরিভ্রমণের রিপোর্ট তুলে ধরেন। ভ্রাঃ ইউ. এস. বাজপেয়ী এমন এক কার্যক্রমের আয়োজন করার জন্য ভ্রাঃ অশোক গর্গকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি করেন। সমস্ত প্রশিক্ষকেরা গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে ও যথার্থ প্রশিক্ষক হওয়ার প্রতিশ্রুতি নিয়ে নিজ নিজ কেন্দ্রে প্রত্যাবর্তন করেন।

ম্যাঙ্গালোর, কর্ণাটক

১ সেপ্টেম্বর, ভ্রাঃ মোহনদাস 'কেমন ভাবে আমাদের আধ্যাত্মিক অবস্থা বুঝতে হবে'এর উপর এক কার্যক্রম পরিচালনা করেন। তিনি নিয়মিত ডাইরী লেখা অভ্যাসের মাধ্যমে জানা ও স্পর্শকাতরতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন সৎসঙ্গের সময় ও পরে অভ্যাসীদের সময় ও জায়গা সম্বন্ধে ধারণা, গভীরতা, একাত্মতা, শান্তি ও সংযত ভাব – এসবের যে অনুভূতি তা লিখে রাখা উচিত। তিনি আরও বলেন যে, ডাইরী লিখন এক কার্যকরী যন্ত্রবিশেষ যার সাহায্যে আমরা সাফাই করতে পারি এবং আমরা আমাদের ইচ্ছাশক্তিকে জাগিয়ে রাখতে পারি। আধ্যাত্মিক অবস্থা ও আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা দুটো আলাদা। আধ্যাত্মিক অবস্থা হল এক পর্যায়। এই কার্যক্রমে 'আধ্যাত্মিক অস্থিরতা বৃদ্ধি করার পথ ও উপায়'এর উপর এক প্রশ্নোত্তর পর্ব হয়। অভ্যাসীদের প্রাথমিক তিন সিটিং নেওয়ার পূর্বের ও পরের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করতে বলা হয়। ভ্রাঃ মোহনদাস সাধনায় অভ্যাসীদের যথার্থ মানসিকতা বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। বিশেষ করে যান্ত্রিক অভ্যাস বন্ধ করে হৃদয় দিয়ে অভ্যাসের উপর জোর দেন। আমাদের বার বার গুরুদেবের সাথে দেখা করা উচিত আর এইভাবে আমাদের তাঁর সাথে হৃদয়ের যোগাযোগ ও সম্পর্ক বজায় রাখা উচিত। এটাই হচ্ছে উত্তরোত্তর আধ্যাত্মিক অস্থিরতা বৃদ্ধির নিশ্চিত উপায়।

মনন কার্যক্রম, তিপ্তুর, কর্ণাটক

১৪ ও ১৫ সেপ্টেম্বর কর্ণাটকের তিপ্তুর কেন্দ্র কানাড়া ভাষায় 'সাধনা চিন্তা শিবির' কার্যক্রমের আয়োজন করেছিল। এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল অভ্যাসীদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের বাইরে এনে, তাদের ভুলত্রুটিগুলো সংশোধন করা, সাধনা সম্বন্ধে তাদের সম্যক জ্ঞাত করানো এবং ব্যক্তিগত চরিত্র গঠনের উপর মনন করা। প্রায় ৪০ জন অভ্যাসী এই কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করেন। তারা বুঝতে পেরেছিল যে এই কার্যক্রম, পদ্ধতি ও সাধনা সম্বন্ধে আরও ভালোভাবে জানতে তাদের সাহায্য করেছিল এবং তাদের প্রতিক্রিয়াও ছিল বেশ উৎসাহব্যঞ্জক। ভ্রাঃ বি. শ্রীনিবাস ও ভ্রাঃ ডঃ কৃষ্ণমূর্তি এই কার্যক্রম পরিচালনা করেছিলেন।

থুম্কুন্টা আশ্রম, হায়দ্রাবাদ

প্রত্যেক মাসের প্রথম শনিবার এই জোনাল আশ্রম গেট্-টুগেদারের আয়োজন করে। গত ৫ অক্টোবর এই অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় বর্ষ পূর্ণ হল। এই অনুষ্ঠানে সাধারণতঃ গুরুদেবের ভিডিও দেখানো হয়, সহজ মার্গের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয়, বক্তাদের উপস্থাপনা তুলে ধরা হয়, হুইস্পারের মেসেজ্ পাঠ করা হয় বা ভালো চিত্র প্রদর্শন করা হয়। অভ্যাসীরা যারা গুরুদেবের সাথে দেখা করে এসেছেন, CREST বা রিট্রিট্ সেন্টার ঘুরে এসেছেন তারা তাদের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেন। এই ধরণের অনুষ্ঠান আবাসিক অভ্যাসীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক দৃঢ় করতে ও তাদের মধ্যে একাত্মবোধের অনুভূতি নিয়ে আসতে প্রধান সহায়ক হয়। আবাসিক অভ্যাসীরা এই অনুষ্ঠানে খুব উৎসাহের সাথে অংশগ্রহণ করে।

কুম্বাকোনাম, তামিলনাড়ু

'সাহিত্য থেকে শিক্ষা' এই অনুষ্ঠানের প্রস্তাবনা করেছিলেন ZiC ভ্রাঃ বি.এস.মুরুগান। এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল অভ্যাসীদের মিশনের সাহিত্য পাঠে উৎসাহিত করা এবং নিজের উন্নতি সাধন ও দলগতভাবে কাজ করার সুযোগ প্রদান।

এই অনুষ্ঠান ২৭ জুলাই ত্রিচিতে প্রথম অনুষ্ঠিত হয় এবং ২২ টি কেন্দ্র থেকে প্রায় ৬০ জন অভ্যাসী এতে অংশগ্রহণ করে। সমগ্র অঞ্চল ১৪ টি বিভাগে ভাগ করা হয়। প্রতিটি বিভাগে ৫ –৬ টি কেন্দ্র ও একজন কোঅর্ডিনেটর ছিল। পঞ্চম বিভাগে কুম্বাকোনাম, করাইকাল, তিরুভারুর, নাগাপাট্টিনাম, কুডাভাসাল, মায়িলাডুথুরাই এই সমস্ত কেন্দ্রের প্রথম অধিবেশন ৮ সেপ্টেম্বর কুম্বাকোনামে অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ২৩ জন অভ্যাসী 'প্রত্যুষে সত্য' বইটি পাঠের জন্য নির্বাচন করেছিলেন। অংশগ্রহণকারীরা বই পড়ে শিখতে খুব আগ্রহী ছিলেন এবং এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বই পড়ে শিক্ষালাভের সুযোগ পেয়েছিলেন।

আন্জাদ্, মধ্যপ্রদেশ

৮ সেপ্টেম্বর আন্জাদ্ কেন্দ্রে সহজ মার্গ সাধনার বিভিন্ন দিক তথা একটি মুখ্য বিষয় 'পর্যবেক্ষণ ও আধ্যাত্মিক অবস্থা ধরে রাখা' এই নিয়ে অনুষ্ঠান হয়। ইন্দোর থেকে ভ্রাঃ রাজেশ শৈলেন্দ্র ও ভ্রাঃ নীলেশ শর্মা এই অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। আনজাদ, দাভানা, থিকরি, বাদ্বানি কেন্দ্র থেকে প্রায় ৪০ জন অভ্যাসী এই অনুষ্ঠানে যোগ দেয়। জীবনের লক্ষ্য স্থির করার গুরুত্ব আলোচিত হয়। 'বর্তমানে আমি ধ্যান ও সাফাই কিভাবে করি' এই বিষয়ে এক ছোট্ট আত্মসমীক্ষা করা হয় ও পরে গুরুদেব প্রদত্ত পদ্ধতির উপস্থাপনা অংশগ্রহণকারীদের ত্রুটি–বিচ্যুতি সংশোধন করতে সাহায্য করে। আধ্যাত্মিক অবস্থা ধরে রাখার গুরুত্বের উপর যে অনুষ্ঠান হয় তাতে কিছু সময় অভ্যাসীদের আত্ম–অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে, ১৫ মিনিট ধ্যান করতে বলা হয়। এরপর তাদের কিছু সময় নীরব থেকে আবার আত্ম–সমীক্ষা করে অন্তরের পরিবর্তন লক্ষ্য করতে বলা হয় এবং তা ডাইরীতে লিখতে বলা হয়। স্পর্শকাতরতা বৃদ্ধি ও সজাগ থাকার গুরুত্ব সকলেই অনুভব করেছিল।

ছোট ছোট মুহূর্ত

কোলকাতা

৭ সেপ্টেম্বর লাজপত বালিকা বিদ্যালয়ের প্রায় ৫৮ জন ছাত্রী সহ ৪ জন শিক্ষিকা ও সহ-অধ্যক্ষা কোলকাতার বাবুজী মেমোরিয়াল আশ্রম পরিদর্শন করেন। তাদের সময়ের উপযোগীতা, মানবিকতা ও বদান্যতার উপর VBSE কার্যক্রমের কিছু নমুনা প্রদর্শন করা হয়। শিক্ষিকারা ও ছাত্রীরা মিশনের সাথে আরও এইরকম কাজে অংশ নিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। শিক্ষিকাদের কয়েকজন অভ্যাস শুরু করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

কোলকাতা

২২ সেপ্টেম্বর বাচ্চাদের বয়স অনুসারে বিভিন্ন দলে ভাগ করে তাদের কিছু কাজ দেওয়া হয়, যেমন মিশনের প্রার্থনা আবৃতি করা, না দেখে মিশনের প্রার্থনা লেখা ও দশ সূত্র লেখা। বড় ছেলেমেয়েদের প্রবন্ধ লিখতে বলা হয় প্রেম, নিয়মানুবর্তিতা ও ধ্যানের উপর। প্রায় ৭০ জন ছেলেমেয়ে আগ্রহ সহকারে এই কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে। এই অনুষ্ঠান বাচ্চাদের সঙ্গে সঙ্গে তাদের বাবা-মায়েদেরও প্রার্থনা ও দশ সূত্র শিখতে অনুপ্রাণিত করে।

বরোদা

১৩ অক্টোবর নবরাত্রি উৎসবের অংশ হিসাবে ভ্রাঃ বিট্টু ভাই ও শিশু শিবিরের স্বেচ্ছাসেবীরা এক 'গর্‌বা' নৃত্যের আয়োজন করেন। সৎসঙ্গের পরে ছেলেমেয়েরা তাদের রংবেরঙের 'গর্‌বা' নৃত্যের পোষাক পরে নাচ শুরু করে এবং ক্রমে তাদের বাবা-মা ও বড়রাও এই নাচে অংশগ্রহণ করেন। ব্যাপারটা খুবই মজার হয়েছিল আর সকলের মধ্যে এক খুশীর মেজাজ অনুভূত হচ্ছিল।

ইন্দোর, মধ্যপ্রদেশ

৩১ আগস্ট ইন্দোর আশ্রমে ৬ জন অভ্যাসী একত্রিত হয়ে গুরুদেবের সাথে যোগসূত্র স্থাপনের জন্য আত্ম-সমীক্ষা করেন। 'মেসেজ্ ইউনিভার্সাল' থেকে নির্বাচিত অংশ পাঠ করা হয়। এই অংশে ছিল গুরুদেবকে আমাদের আধ্যাত্মিক হৃদয় বলে ভাবা ও তাঁকে হৃদয়ে ধরে রাখা। অভ্যাসীদের আত্ম-সমীক্ষা করতে বলা হয় ও ডাইরীতে তাদের অনুভূতি লিখে রাখতে বলা হয়।

মোরাদাবাদ, উত্তর প্রদেশ

২৯ সেপ্টেম্বর এক ডাইরী লেখা কার্যক্রমের আয়োজন করা হয়েছিল। ২৮ জন অংশগ্রহণকারীকে তিনটে দলে ভাগ করে ৪ জন ফেসিলিটেটর এই অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। সমস্ত অভ্যাসীদের কাছে এটা বেশ আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা হয়েছিল এবং অনেকেই অনুভব করেছিল যে যখনই আমরা আমাদের আবস্থা ডাইরীতে লিখি, তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে গুরুদেব দ্বারা পঠিত হয়। এই কার্যক্রম বিকাল ২-৩০ মিনিট পর্যন্ত চলেছিল।

চিখালি, মহারাষ্ট্র

৬ অক্টোবর 'সতত স্মরণ'এর উপর এক পূর্ণ দিবস কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়েছিল প্রায় ৬৫ জন অভ্যাসীদের নিয়ে। অভ্যাসীরা প্রস্তুত হয়ে এসেছিল এবং অনেক প্রশ্ন করছিল। কাজেই এক তথ্যমূলক আলোচনা সম্ভব হয়েছিল। CiC ভ্রাঃ সঞ্জয় লাহোটি অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ভাষণ দেন।

চিখালি কেন্দ্র গত দু'মাস ধরে এক নতুন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। মাসের তৃতীয় রবিবার উপস্থিত অভ্যাসীদের দশটা দলে ভাগ করে দেওয়া হয়। প্রত্যেক দলকে এক একটা বই এর দু'টো বিশেষ অধ্যায় পড়তে বলা হয়। মধ্যাহ্নভোজের সময় ভ্রাঃ তুলসীরাম ঐ দু'টো অধ্যায় সম্পর্কিত দশটা প্রশ্ন তৈরী করেন। বিকেলের অধিবেশনে প্রত্যেক দলকে এই প্রশ্নগুলো তুলে দেওয়া হয় এবং এক ঘন্টায় তার উত্তর তৈরী করতে বলা হয়। প্রত্যেক দল তাদের প্রশ্ন ও উত্তর পেশ করে। এই কার্যক্রম প্রায় দু'ঘন্টা সময় নেয় আর এইভাবে অভ্যাসীদের মিশনের বই পড়তে উৎসাহিত করে।

মুক্ত আলোচনা চক্র

১২ সেপ্টেম্বর **থানের** শুভারম্ভ টাওয়ারে প্রায় ২০ জন আধ্যাত্মিকতায় ইচ্ছুক ব্যক্তিদের বলা হয়েছিল ঈশ্বরকে বাইরে মূর্তি আকারে না খুঁজে, তাঁকে হৃদয়ের অন্তঃস্থলে খুঁজতে হবে এবং তা ধ্যানের মাধ্যমেই সম্ভব । প্রায় ৫–৬ জন অংশগ্রহণকারী সদিচ্ছা প্রকাশ করেছিল ।

১৭ আগস্ট **বিরুদ্ধুনগরের** 'কামরাজ কলেজ অব্ ইঞ্জিনীয়ারিং এ্যান্ড্ টেক্‌নলজি'তে প্রায় ১৫০ জন ছাত্রদের নিয়ে এক কার্যক্রমের আয়োজন করা হয়েছিল । ভ্রাঃ টি. কে. অরুমুগম এবং ভ্রাঃ বালাসুব্রামনিয়াম এই কার্যক্রমে বক্তব্য রাখেন । অভ্যাসীরা তারপর অধ্যক্ষের সঙ্গে দেখা করেন । তিনি এই পদ্ধতির প্রতি গভীর আগ্রহ প্রকাশ করে বলেন যে, তিনি কলেজের মধ্যেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ধ্যানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন যাতে ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীরা উপকৃত হতে পারেন ।

নব–নিযুক্তিকরণ

ভ্রাঃ সুরিন্দর শর্মা

ZiC জম্মু এবং কাশ্মীর

এক ডজনেরও কম অভ্যাসী নিয়ে বিগত কয়েক বছর মধ্য প্রদেশের ঝাবুয়া কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল । গত ১ সেপ্টেম্বর এই কেন্দ্র ঝাবুয়ার আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গভঃ পলিটেক্‌নিক্ কলেজে অনুন্নত শ্রেণীর ৪০০ ছাত্রদের নিয়ে এক কার্যক্রমের আয়োজন করে । ভ্রাঃ প্রভাকর আধ্যাত্মিকতা ও ধ্যানের গুরুত্বের উপর উদাহরণ সহকারে ব্যাখ্যা করেন । ৯৮ জন ছাত্র আগ্রহ প্রদর্শন করে এবং বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষকগণ পরবর্তী সপ্তাহে ঝাবুয়া পৌঁছান অভ্যাসীদের প্রাথমিক সিটিং দেওয়ার জন্য ।

হোসুর অভ্যাসী কলোনী

পরিকল্পনা ও তা কার্যকরী করার এক অপূর্ব নিদর্শন

সুস্থ জীবন যাপনের জন্য হোসুরে অভ্যাসীদের যে আবাসন কলোনী বিভিন্ন ইন্‌ফ্রাস্ট্রাক্‌চার নিয়ে দ্রুত গড়ে উঠছিল, তা ছিল অন্যান্য অভ্যাসী আবাসন প্রকল্পগুলোর কাছে এক আদর্শ স্বরূপ । বিস্তৃত আর্থিক পরিকল্পনা ও অভ্যাসীদের দলগত প্রচেষ্টা হোসুর আশ্রমের পাশেই এই আদর্শ কলোনী গড়ে উঠতে সহায়তা করেছিল । ব্যাঙ্গালোরের মাত্র ২৫ কিমি পূর্বে তামিলনাড়ু সরকারের বদান্যতায় হোসুর এক শিল্প কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠেছিল । হোসুরে আশ্রমের জন্য জমি অনুসন্ধান ১৯৯৫ থেকে শুরু হয়েছিল । এই অনুসন্ধানের ফল পাওয়া যায় ২০০৯ সালে, যখন হোসুর বাস স্ট্যান্ড থেকে মাত্র ৫ কিমি দূরে আভালাপল্লী গ্রামে কেলেভারাপল্লী বাঁধের দিকে মুখ করে এই জমি পাওয়া যায় । তৎকালীন ZiC ভ্রাঃ সি. রাজাগোপালন এই জমি পরিদর্শন করেন এবং অগ্রবর্তী হওয়ার ছাড়পত্র দেন ।

তাঁর দূরদৃষ্টি

অনেক বছর আগে, যখন কোন এক অভ্যাসী হোসুরে আশ্রমের জন্য জমি অনুদান হিসাবে দিতে চান, গুরুদেব নম্রভাবে বলেন, "হোসুরের জন্য জমি একরে প্রয়োজন" । তাঁর এই দূরদৃষ্টি বাস্তবায়িত হল, যখন তাঁর কৃপায় হোসুরে ১৩.৮ একর জমি পাওয়া গেল । এর মধ্যে ৪.৭৫ একর জমি আশ্রমের জন্য নির্ধারিত করা হল আর বাকী অংশে এক অভ্যাসী কলোনী গড়ে উঠল । আশ্রমের জমি ২০১০এ ২২ জানুয়ারী যুগ্ম–

সম্পাদক ভ্রাঃ এ. পি. দুরাই দ্বারা পঞ্জীকৃত করা হয় । গুরুদেব অভ্যাসীদের দলগত কর্মতৎপরতায় ভীষণ খুশী হন এবং আবাসন কলোনীর নামকরণ করেন "প্রগতি এন্ক্লেভ্"।

কোর টীম

অর্থ সংক্রান্ত ব্যাপার, অন্তর্গঠন ও আইনগত বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য সাত জন সদস্যের এক কোর টীম গঠন করা হয়েছিল । এই দল অভ্যাসীদের সাথে যোগাযোগ রেখে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে তাদের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল । জমির মূল্য, আবাসগৃহের অন্তর্গঠন, আশ্রমের জমি কেনার জন্য অনুদান, আশ্রমের অন্তর্গঠন ও দীর্ঘ সময় রক্ষণাবেক্ষণের কথা মাথায় রেখে তারা প্রত্যেক প্লটের মূল্য নির্ধারণের উপায় নির্ণয় করেছিল ।

অন্তর্গঠন

এই এলাকায় ২৪০০ বর্গ ফুটের মোট ১০২টি প্লট ছিল । অন্তর্গঠন বলতে বর্তমানে সেখানে চারপাশের দেওয়াল, ঝড়–বৃষ্টিতে জল নিকাশী ব্যবস্থা, দুটো বোর্–ওয়েল থেকে এক লাখ ঘন–লিটার ক্ষমতা সম্পন্ন ওভার হেড ট্যাঙ্ক, প্রত্যেক প্লটে জলের ব্যবস্থা, বাঁধানো রাস্তা, একটা কমিউনিটি হল (যা এখন ধ্যান কক্ষ হিসাবে ব্যবহৃত হয়), বাচ্চাদের খেলাধূলার ময়দান ও এক সাধারণ পার্ক আছে । রাস্তার পাশে প্রায় ৭০০ গাছ লাগানো হয়েছে, যা আশ্রমের সৌন্দর্য্য বর্ধিত করেছে । প্রত্যেক প্লটে ইলেক্ট্রিক্ সাপ্লাই ব্যবস্থা করা হয়েছে । এক জার্মান শেফার্ড কুকুর দিয়ে ২৪x৭ ঘন্টা সুরক্ষা ব্যবস্থা করা হয়েছে । এই প্রোজেক্টের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় আছে সমস্ত এলাকায় সোলার লাইট ও বৃষ্টির জল সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা ।

সামাজিক বসবাস

মাত্র তিন বছরের অল্প সময়ে এখানে দশটা বাড়ী তৈরী হয়ে গেছে, দুটো তৈরী হচ্ছে আর খুব তাড়াতাড়ি আরও বাড়ী তৈরী হয়ে যাবে । অভ্যাসীরা আশ্রম পরিবেশে থাকতে পেরে খুবই খুশী । তারা বুঝতে পেরেছে গুরুদেব তাদের এক বিশাল পরিবারে থাকার সুযোগ করে দিয়েছেন যেখানে ভ্রাতৃত্ববোধ ও সহনশীলতা সহজেই গড়ে উঠবে । এখানের স্বর্গীয় ও শান্ত পরিবেশ অভ্যাসীদের

আত্মদর্শন ও আত্মচিন্তনের মাধ্যমে আদর্শ অভ্যাসী করে গড়ে তুলতে সাহায্য করবে । প্রত্যেকেরই এক সাধারণ অনুভূতি যে, এখানে এলে আর বাইরে যাওয়ার ইচ্ছা হয় না । বাচ্চারা এখানকার সাম্য প্রাকৃতিক পরিবেশে একসাথে খেলাধূলা করে এবং সকলকে ভালোবেসে খুবই আনন্দ উপভোগ করে ।

আশ্রমের জমিতে উৎপাদিত বিভিন্ন ঋতুকালীন শাক–সব্জি ও শস্যের পরিচর্যা আশ্রমের অভ্যাসীরা নিজেরাই করে থাকেন । অভ্যাসীদের নিজেদের বাগানে তৈরী ফসলও তারা ভাগভাগি করে নেন । এইভাবে সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করে সকলের মূখ্য উদ্দেশ্য হল উচ্চস্তরের ভ্রাতৃত্ববোধ, পারস্পরিক বিশ্বাস ও সহনশীলতা গড়ে তোলা । এই স্বর্গীয়, পরিচ্ছন্ন ও মৈত্রীপূর্ণ পরিবেশ সকলকেই এখানে আসতে আহ্বান করে ।

আশ্রম প্রকল্প

গুরুদেব আশ্রম তৈরীর জন্য তাঁর অনুমতি প্রদান করেছেন । উচ্চ কার্যালয়ে আশ্রমের ফাইনাল ডিজাইন ও অনুমতির কাজ চলছে, যেখানে ধ্যানকক্ষ, বহুশয্যা বিশিষ্ট হল ও খাবার ঘরের পরিকল্পনাও আছে । বর্তমানে সৎসঙ্গ এক অর্ধ স্থায়ী হলে পরিচালনা করা হয় যা পরবর্তীকালে অন্য কাজে ব্যবহার করা হবে । একইভাবে এক অস্থায়ী রানাঘর ও অতিথি ভবনেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে । অন্যান্য আশ্রম ও কেন্দ্রের যাঁরা আবাসন কলোনীর পরিকল্পনা করেন, তাঁরা এই কলোনী পরিদর্শন করে উপকৃত হবেন ।

To download or subscribe to this newsletter, please visit http://www.sahajmarg.org/newsletter/india For feedback, suggestions and news articles please send email to in.newsletter@srcm.org

© 2013 Shri Ram Chandra Mission ("SRCM"). All rights reserved. "Shri Ram Chandra Mission", "Sahaj Marg", "SRCM", "Constant Remembrance" and the Mission's Emblem are registered Trademarks of Shri Ram Chandra Mission.This Newsletter is intended exclusively for the members of SRCM. The views expressed in the various articles are provided by various volunteers and are not necessarily those of SRCM.